| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমান ুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন নং – 03483-264271

M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)

ফোন ঃ ২৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ

সোমনাথ সিংহ - সভাপতি

শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৪২২
১১ই, নভেম্বর ২০১৫

নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর পুরসভা 'আম্রুত' কেন্দ্রীয় যোজনায় যুক্ত হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জনসংখ্যার কারণে জঙ্গীপুর স্মার্ট সিটি না হলেও 'আম্রুত ' কেন্দ্রীয় যোজনায় যুক্ত হবে জঙ্গীপুর পৌরসভা। জানা যায়, জঙ্গীপুরের প্রাক্তন সাংসদ, বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর পরামর্শ ও সহযোগিতা এবং প্রণব পুত্র জঙ্গীপুরের বর্তমান সাংসদ অভিজিত মুখার্জীর প্রচেষ্টায় "অটল মিশন ফর রেজুভেনেশন এ্যাণ্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (আম্রুত) এর আওতায় এলো জঙ্গীপুর পৌরসভা। গত ৮ নভেম্বর অভিজিত মুখার্জী দেউলির বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন--তাঁর বাবা প্রণব মুখার্জীর পরামর্শে জঙ্গীপুর পৌরসভাকে আম্রুতের আওতায় আনার জন্য গত ২৬.৯.২০১৫ কেন্দ্রীয় নগরউন্নয়ন মন্ত্রী এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে লিখিতভাবে আবেদন করেন। তার প্রেক্ষিতে " স্পেশাল কেশ" হিসাবে জঙ্গীপুর পৌরসভাকে অধিগ্রহণ করা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত বিধায়ক মহঃ সোহরাব বলেন দাদাঠাকুরের জঙ্গীপুর এবং বহু পুরনো এই পৌরসভা উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে। আম্রুতের আওতায় আসায় জঙ্গীপুরে উন্নয়নের জোয়ার আসবে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আখরুজ্জামান, শান্তা সিংহ, অজয় চ্যাটার্জী, মোহন মাহাতো প্রমুখ।

মির্জাপুরের রাস্তা সংস্কারে কোন পক্ষই তৎপর নয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর হাই স্কুল থেকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল অনুপনগর পর্যন্ত রাস্তাটির দুর্গম অবস্থা। এর মধ্যে মির্জাপুর এলাকার গোয়ালপাড়া পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তার ওপর দিয়ে জল বয়ে যায়। অথচ রাস্তাটির গুরুত্ব অনেক। ঐ এলাকার বহু গ্রামের সঙ্গে সড়কের যোগাযোগের অবলম্বন। সাগরদিঘী থার্মাল প্ল্যান্টের যাবতীয় পরিবহন এবং মির্জাপুর লাগোয়া সোনার বাংলা সিমেণ্ট পরিবহনের একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা এটি। অথচ রাস্তাটির উন্নতিতে কোন সংস্থাই এগিয়ে আসছে না বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। প্রায় বছর দশেক আগে থারমাল প্ল্যান্টের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ রাস্তা পিচ করে দেয়া হয়। তারপর আর কোন হাত পড়েনি। এর আগের পঞ্চায়েত রাস্তার খানাখন্দে তাপ্পি দিয়েছিল এই পর্যন্ত। বর্তমান বোর্ড রাস্তা সংস্কারে কোন ভাবে

(৪ পাতায়)

শ্মশান কালীকে ঘিরে অশান্তি বাড়ছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহা শ্মশানে কালী মায়ের পুজো, মন্দির সংস্কার বা মায়ের উদ্দেশ্যে দেয়া গয়নাগাঁটি, টাকা পয়সা, শাড়ী বা অন্যান্য জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণে কয়েক বছর আগে একটা কমিটি করা হয়। কিন্তু কমিটির অস্তিত্ব, কর্মপদ্ধতি নিয়ে একটা মতানৈক্য চলছেই। বিতর্ক মেটাতে পুরসভা হস্তক্ষেপ করলেও শক্তভাবে

(৪ পাতায়)

শহরের সর্বত্র দেশী মদের দাপট

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানা লাগোয়া মালপাড়ায় ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলছে মাতালদের তান্ডব। ছোট বড় পুরুষ মহিলা প্রায় প্রত্যেকেই এর সাথে জড়িত। কয়েকটি বাড়ীতে চোলাই মদের ভাটীও চালু আছে। ভোর রাত থেকে খালি পেটে মদ গিলে বহু পরিবারের

(৪ পাতায়)

এলাকাকে অন্ধকার রেখে মেনটেনেন্সের কাজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদিঘীর মণিগ্রাম ও বালিয়া অঞ্চলে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে সন্ধ্যে হলেই ৩/৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকছে। সাগরদিঘী থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টে মেনটেনেন্সের জন্য নাকি এই প্রক্রিয়া চলছে বলে এক সূত্র থেকে জানা যায়। সেখানেও নাকি অণ্ধকার বিরাজ করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে। এইভাবে বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলতে থাকলে পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনা লাটে উঠবে সন্দেহ নাই। অভিভাবকরা এই নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১

।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৪২২

হেমন্ত ঃ ক্ষণিকের অতিথি

হেমন্তকে দেখিলেই মনে হয় সে যেন পৌঢ়, তাহার মুখাবয়বে উদাসীনতা এবং বিষন্নতার চিহ্ন। প্রকৃতির অঙ্গনে তাহার নিঃস্পৃহ পদক্ষেপ। যেন চরণে বিজড়িত কুণ্ঠা। তাহার অঙ্গে নামিয়া আসে ধীরে ধীরে ধূসরতার বিবর্ণ বিস্তার। ধানের ক্ষেতে, মাঠে প্রান্তরে জমিয়া ওঠে ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা। ঢাকা পড়ে দিগ্বিদিক। হেমন্তিকা তাহার অঞ্চল বিস্তার করিয়া আকাশের বুকে প্রজ্বলিত শত সহস্র দীপকে আবৃত করিয়া দেয়। আবার রাত্রি শেষে দিগন্ত-জোড়া-ফসলে-ভরা মাঠের দিকে চোখ মেলিলে দেখা যায়–'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে অলস গেঁয়োর মতো।' অথচ গ্রাম পথে পথে, ঘরে ঘরে ফসলের ক্ষেতে আরম্ভ হয় মানুষের ব্যস্ততাভরা দিন রাত্রি। যেন চলিয়াছে দিন রাত্রির কাজ। কারণ এই হেমন্তেই তো কাটা হইবে সোনা ধান। আবার কৃষান-কৃষানীর শূন্য গোলায় ডাকিবে ফসলের বান। আরও কয়েকটি দিন পরে, মার্গশীষ অগ্রহায়ণে বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হইয়া যাইবে বাংলার প্রাণের উৎসব-নতুন ফসলের তণ্ডুলজাত উৎসব––নবান্ন। গ্রামের নীরবতা ভরিয়া উঠিবে পৌষ পার্বণের প্রাণ কোলাহলে। সেদিন নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক এ পাড়ার বড়ো মেজো...ও পাড়ার দুলে বোয়েদের ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যাইবে। হেমন্ত পঞ্চমীর অকৃপণ দানে বাংলার প্রায় প্রত্যেক মাঠেই সেই দাক্ষিণ্যের স্পর্শ। যেন ধরিত্রীর স্বর্ণালী অঘ্রাণে অমরার স্বর্ণ বৈভবের দ্যুতি। কর্ম ব্যস্ত গ্রামবাংলার এই মুহূর্তে হেমন্তকে যেন মনে হয় ক্ষণিকের অতিথি। অনেক কিছু দান করিয়া সে নীরবেই চলিয়া যায় নিজেকে নিঃস্ব করিয়া। তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার পল্লীবাংলার বুকে নামিয়া আসিবে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা। ধান কাটা হইয়া যাইবে, ক্ষেতে প্রান্তরে পড়িয়া থাকিবে খড়। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতোই নামিয়া আসিবে সন্ধ্যা। মাঠে মাঠে ঝরিয়া পড়িতে থাকিবে হেমন্তের শিশিরের বারি। বহিয়া আনিবে হিমানী মাখানো শীতের বেলা।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর সংবাদ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

শতবর্ষ পার হওয়া জেলার গৌরব সাপ্তাহিক জঙ্গিপুর সংবাদ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই পত্রিকাটিতে একদিকে আমরা যেমন নামী লোকের লেখা পেয়েছি, অন্যদিকে পত্রিকাটির হাত ধরে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেওয়া ধারাবাহিক কিছু লেখাও পাঠকদের আনন্দ দিয়ে গেছে।

ভালোমন্দ সমালোচনা ঘাড়ে নিয়ে ১০২ বছর ধরে চলা মনে রাখার মত। পত্রিকাটি আর হাতে পাব না, ভেবে খারাপ লাগছে।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

'দীপালিকায় জ্বালাও আলো'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

কীভাবে শেষ হয়ে যায় দুগ্‌গা পুজোর তিনটে দিন। তবে পুজোর প্রস্তুতি চলে মাসকয়েক ধরে। তারপর হঠাৎ বাঁধভাঙা নদীর জলের মত উৎসবের স্রোত। সেই স্রোত ভাসিয়ে দেয় গ্রামবাংলার জনপদকে। ভরিয়ে দিয়ে যায় মনকে এক বিষন্নতায়। দুগ্‌গা পুজোর পর লক্ষ্মী ঠাকরুণ। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ঘরে ঘরে তার ধূম। পূর্ণিমার আলোর সঙ্গে উৎসবের আলো-আনন্দ মিশে একাকার। অপেক্ষা করে থাকতাম কালীপুজোর জন্যে। একদিনের উৎসব। কিন্তু কী আনন্দ। কী স্বাধীনতা।

যখন কালো কুচকুচে আঁধার। গাছ-পালা-পুকুর-রাস্তা সব যেন কালো পর্দায় ঢাকা। ছোট বেলায় গাঁয়ে-গঞ্জে তখন বিজলির আলো আসেনি। কিন্তু আঁধারের মধ্যে ছিল এক প্রশান্তি। এক অনাবিল আনন্দ। মা-দিদিরা পুকুর থেকে আনতো মাটি। তৈরী হত মাটির প্রদীপ। বিকেল শেষ হত। নেমে আসতো সন্ধ্যে। বাড়ির তুলসীতলায় সারে সারে জ্বলতো প্রদীপ। ঘরের সামনে। বারান্দায়। উঠোনে। বিভিন্ন মঠ মন্দিরে। বামদেবীতলায় ফণীমনসা ঝোপের পাশে। এভাবে শুরু হত আলোর উৎসব। গাঁয়ের মন্দিরে ঢাকের আওয়াজ। এই আলো-আঁধারী রাস্তা ধরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম মনের আনন্দে। কখনও সড়ানে। কখনও ছোট রাস্তা ধরে। কখনও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে। ছোট রাস্তায় পড়ে থাকতো বাঁশের শুকনো পাতা। পাশে পানা ভর্তি পুকুর। হাঁটতে গেলে এক অদ্ভুত শব্দ হত। গাটা উঠতো শিরশিরিয়ে। একবার কালীপুজোর সন্ধ্যেই দল ছুট্ হয়ে পড়েছিলাম। নিজের মনেই হাঁটছি রাস্তায়। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। বন্ধুরা কখন এগিয়ে গেছে। খেয়াল করলাম একটা ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা বাগান। দু'চারটে আমগাছ। নিমগাছ। পাশেই ধানী জমি। কাছে একটা বড় পুকুর। পুকুরের বাইরে বিরাট তেঁতুল গাছ। মনে পড়ে গেল সন্ধ্যের পর গাঁয়ের লোকে এ রাস্তায় খুব একটা হাঁটে না। সামনের বাগানে বেশ কয়েকজন অপঘাতে মরেছিল। লাগালাম দৌড়। বড় রাস্তায় উঠতে কানে এল আনন্দের কোলাহল। 'আলোরে ডালোরে মশারে ধা, আমাদের পাড়ার মশাগুলো ও পাড়াতে যা।' পাটকাঠির আলোয় দীপাবলি। গ্রামবাংলার এই লোকায়ত উৎসব এখন গেছে হারিয়ে। এখন বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুতের আলো। নানান ধরনের টুনিবাল্ব-রঙিন মোমবাতি। তার পাশে লোকাচার মেনে স্থান পায় দু-চারটে মাটির প্রদীপ। তখন আলোর গানের বাণী শুনিনি। 'জ্বালাও আলো, আপন আলো, শুনাও আলোর জয়বাণীরে'–এ গানের অর্থ বুঝিনি। তবে সব কিছু পালটালেও কাঠামোটা একই থাকে। উৎসবের আঙ্গিক হয়তো বদলে গেছে, কিন্তু মূল রেশটা বোধহয় হারিয়ে যায়নি। তাই আলোর উৎসব এখনও মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অনুভব করি এই উৎসব অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার দিন। তাই দীপালিকায় এখনও আলো জ্বালাই। সেই আলোর স্পর্শে অনুভব করি ফেলে আসা অতীতকে।

রাজা মরেছে–রাজা দীর্ঘজীবি হন

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগবিশেষ––এ প্রবচন বড়ো প্রাচীন। এর স্বপক্ষে যুগ যুগ ধরে বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজ সরকারের বিজয় কামনায় এ দেশের শহরে শহরে সভা হয়েছিল। স্বাধীনতার যুদ্ধেও বহুবার এ দেশীয় বীর সেনানীদের ধরিয়ে দিয়ে শাসক প্রভুদের মনোরঞ্জনের নজির মিলবে প্রচুর। কাজেই এই প্রবচনের সত্যতা নিয়ে কেউই কোন প্রশ্ন তুলবেন না।

সম্প্রতি এই প্রবাদের নতুন দুটি দৃষ্টান্ত মিলল। জার্মানীর জাতীয় গোলরক্ষক অলিভার কান নিঃসন্দেহে বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়াবিদ। তার খানিক উপস্থিতি ও তাকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর উদ্যোগপতি, মন্ত্রী, আমলাকুল ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত সাধারণ মানুষদের আদেখলাপনা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কানকে নিয়ে গান, কানের সঙ্গে গণমাধ্যম, বিশেষ করে ২৪ ঘণ্টা ধরে জেগে থাকা আনন্দবার্তার কানাকানি কোনটাই যুক্তি বুদ্ধির বিচারে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কানের জন্য যে হীরকমণ্ডিত স্মারক তৈরী করা হয়েছিল তার দাম ২৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া কানসহ বার্য়ান মিউনিখ দলের সদস্যদের আতিথ্যকৃত্য ও তার জন্য ব্যয় নিঃসন্দেহে কম নয়। এ কাজের জন্য অর্থ ব্যয় কার্পণ্য করেননি আয়োজক সংস্থা এবং তাদের স্পনসররা।

এরই দুদিন পরের খবর––কানের দলের সঙ্গে খেলা ভারতের জাতীয় দল মোহন বাগানের। আগামী মরশুমে স্থানীয় একজন মাত্র নতুন বাঙ্গালী সুযোগ পেয়েছেন। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী দলে খেলার সুযোগ মিলেছে ২ জনের। কারণ বাংলায় এখন ফুটবলারের অভাব। সেই ভিন রাজ্য কিংবা বিদেশ থেকে ফুটবলার এনে মান বাঁচাতে হয়। এইসব বিদেশী আগন্তুকদের কেউ কেউ আবার প্রাক্তন বিশ্বকীপার, কারো বাবা জাতীয় দলের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন––এ জাতীয় প্রচারে দিকবিদিক প্রকম্পিত হয়। এদের মধ্যে দু'একজন বাদে কারোর খেলার মানই সন্তোষজনক হয় না। অথচ এরা এদেশের বিভিন্ন বহুজাতিক স্পনসরদের দেওয়া অর্থে পরিপোষিত। ক্লাবের ভাণ্ডার বৈধ এবং অবৈধ পথে নিঃশেষিত করে একদিন বিদায় নেন। এক সময়ের জাতীয় গোলরক্ষক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, বর্তমানে জেলায় ফুটবলের পরিকাঠামোর অভাবই বাঙ্গালী ফুটবলারের আকালের কারণ। জেলায় গেলে কিংবা আরো নীচের স্তরে শহর গ্রামের বিভিন্ন ক্লাবে গেলে শোনা যাবে টাকার অভাবে কিভাবে অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে এইসব প্রতিষ্ঠানের। অথচ কানের জন্য কয়েক কোটি খরচে টাকার অভাব নেই। কিং কানের জয়গাথা ও মাহাত্ম্য প্রচারে নেই কোন ক্লান্তি কিংবা

(৪ পাতায়)

মন্টু এলো গঞ্জে (২)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত পর)....একদিন হাওড়ায় উপনির্বাচন। রঘুগঞ্জে মলয় দাস আর পরেশ মুখার্জী ধরলো মন্টুকে, প্রিয়দার সঙ্গে আলাপ করবে। পরেশ অকালে চলে গেছে, মলয় আছে, আদালতে যায়। তখন মন্টুরা সব কোলকাতায় আইনের ছাত্র। এক বিকেলে গেল তিনজনে টালিগঞ্জের বাড়িতে। কি ভিড়–এই মুখ্যমন্ত্রীর ফোন, তো সেই দিল্লীর ফোন। মন্টুকে দেখেই ডেকে বসতে বললো। সবাই চলে গেলে মন্টু আলাপ করিয়ে দিল। হঠাৎ প্রিয় দা মন্টুকে বললেন--তুই থেকে যা। কাল সকালে যাবি। আমি হাওড়ায় মিটিং করে রাত্রে তোকে নিয়ে বসবো। ওরা ফিরে গেল। রাত্রি প্রায় ১১টায় এসে ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্র নিয়ে বোঝাতে লাগলেন। টেবিলে মাথা ঠোকা গেলে ছেড়ে দিলেন। সে সময় কুলপিতে লিডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্প হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি, যত নেতা মন্ত্রী একসঙ্গে পাত পেড়ে খেয়েছে। রাত্রি ১১টায় সুদীপ ব্যানার্জী গান ধরলো গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা। নেতা, সাধারণ কর্মী সবাইকে পড়াশোনা করে তৈরী হতে হত। তখন ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া ! এশিয়ার মুক্তিসূর্য। পরে মন্টু বুঝেছিল সব ফাঁকা আওয়াজ। সুব্রত একবার চাসনালা যাবে প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। সিদ্ধার্থ রায় পাঠাচ্ছেন আসানসোলের কাছে চাসনালায় যারা কয়লা খনিতে মারা গেছে তাদের পরিবারকে এক লক্ষ করে টাকা দিতে। মন্টু জানে না। রোজ যেমন যায় গিয়েছে সুব্রতর বাড়ি, ফোন এ্যাটেণ্ড করছে। আজকের উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত অমর সিংকে কতবার ঘরে বসতে দিয়েছে মন্টু, সুব্রতর সাক্ষাৎ প্রার্থী সে, সেন্ট্রাল এভিনিউতে থাকতো। গাড়ি চলেছে দমদমের দিকে। মন্টু কোথায় যাচ্ছি বললে মুচকি হেসে সুব্রত বলছে 'চলনা ঘুরে আসি।' এক্কেবারে এয়ার পোর্ট ! কি ব্যাপার, না হ্যালিকপ্টারে চাস্‌নালা। বাপ্‌রে, বাড়ির মা বাপের কথা মনে পড়ে মন্টুর। যদি ভেঙ্গে পড়ে যায়–আর দেখা হবেনা। সুব্রতর পায়ে ধরে মন্টু বলে কিছুতেই যাবেনা। খুব ভয় করে,ফাঁড়া আছে। কি হাসাহাসি প্রদীপদার। ওরা গেল। ঘণ্টাকয়েক ভালোমন্দ খেয়ে মন্ত্রীর চ্যালাদের আলাদা খাতির হওয়ায় কেটে গেল। ফিরে এসে শেষ দুপুরে হোষ্টেল। একবার সুরিন্দর সিং আলুয়ালিয়াকে মেরেই ফেলতো সুব্রতর লোকজন। সে আজ দিল্লীর বুকে চুটিয়ে রাজনীতি করে, দার্জিলিং-এর সাংসদ। সে রাত্রে ওরা হার্ডিঞ্জে আসবে খবর ছিল। হাতে সময় কম। সুরিন্দরকে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এর অফিসঘরের ভেতর দিয়ে রাত্রেই চালান করে দেওয়া হলো বেহালায় কুমুদ ভট্টচার্য্যর বাড়ি। সুরিন্দরের ঘর তছনছ করে গেল সুব্রতর মাস্তানরা। সোমেন মিত্ররা দখল নিতে চায়তো হোষ্টেল। কত বার মারপিঠ। কত বোমাবাজি ! সোমেন আর ফাটাকেষ্টতে পাল্লা হতো কালী পুজো নিয়ে। কি জৌলুস ! গোষ্ঠিবাজীর রণহুঙ্কারে কম্পিত কোলকাতা। মমতাকে সেদিন দেখেনি মন্টু। পরিচয় হয়েছিল অনুপ কুমার, নির্মলেন্দু, প্রিয় গায়ক শ্যামল মিত্রের সঙ্গে। নির্মলেন্দু কত গান শোনালেন একদিন তাঁর বাড়িতে–সোহাগ চাঁদ বদনে ধনি ! লুঙ্গি পরে সতরঞ্জিতে বসে ঢোলক বাজিয়ে গান আর চা, মুড়ি-চানাচুর। বছরে ২/৩ বার কোলকাতায় লোক নিয়ে যাওয়ার ধুম ছিল। নেতারা খুবই পছন্দ করতো রঘুগঞ্জের আম রসকদম্ব লিচু। এতসব করেও কিছু হলোনা মন্টুদের। এক জেলার মন্ত্রীর কোপে পড়ে জীবন যাবার আগে দলই ত্যাগ করলো। শুধু মিথ্যা আশ্বাস। চাকরী দিতে পারলোনা, উল্টে জেল, মিসা। বাড়ি সার্চ বারবার। চাষ করিয়ে গোলাভরা ফসল তুলে নিয়ে পশ্চাতে লাথি। আজও কতদলের সৎ কর্মীদের ওটাই পাওনা। একবার কে যেন রটিয়ে দিল স্টেনগান নিয়ে এসেছে মন্টু। সন্ধ্যা রাতে ভবাণী হাজরা ডেকে বললেন–"সাবধান বাড়ি সার্চ করতে পুলিশ যাবে আজ।" যা কিছু ছিল কোথাও রেখে এলো মন্টু। পুলিশ এলো, ধনাই ডাক্তার আর পরমেশ পাণ্ডে সই করে দিলেন পুলিশের কাগজে যে কিছু পাওয়া গেলনা। যাবে কি করে ?.দুঘণ্টা আগেই একজনের বিচুলির গাদায় চালান হয়ে গেছিল 'মালপত্র'। মন্টুরা বুঝে গেছিল হয় মরতে হবে না হয় মারতে হবে। ততদিনে জানা হয়ে গেছে গোলামী না করলে কিস্‌সু মিলবেনা। জেলায় জেলায় একই চিত্র। নেতা-মন্ত্রীর রসে মজে যাওয়া সুব্রত প্রিয়র অতিব্যস্ততা শেষ করে দিল দলের যৌবনকে।

(৪ পাতায়)

ডাইনি

শীলভদ্র সান্যাল

সেদিন সকালবেলা পাড়াপড়শির মেলা
ছুটোছুটি আর বড় গোল।
উঠানেতে মাথা কোটে পরাণের বৌ, ওঠে
থেকে থেকে কান্নার রোল।
পাষাণ পুতুল প্রায় সকলের বুকে হায়
তার শোক বাজে রয়ে রয়ে।
ভার রাতে সব ফেলে পরাণ সাহার ছেলে
মারা গেছে ভেদ বমি হয়ে।
এই নিয়ে হাতে গোণা মারা গেল পাঁচজনা
কালান্তক ব্যাধি আর জ্বরে
গাঁয়ের মোড়ল কয়, 'এ সব অনর্থ হয়
কোনও অপদেবতার ভরে।'
পুরোহিত শুনে কন, 'শান্তি স্বস্ত্যয়ন
সকলের আগে করা চাই
মনেতে প্রমাদ গণি এ যে দেখি কালশনি
যাগ যজ্ঞ বিনা গতি নাই।
তবে সে মনুষ্য বেশী রক্তখাকী এলোকেশী
ডাইনি হয়ে ঘোরে পাকে পাকে
তারই জারিজুরি যত ভাল মানুষের মত
সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।
কালান্তর দৃষ্টি বিঁধি কী যে তার গতিবিধি
কিছুমাত্র জানেনা তো কেউ
হিতাকাঙ্খীর বেশে সবাইকে খেয়েছে সে
পরাণ সাহার ছেলেকেও।'
এত শুনিবার পরে শলা পরামর্শ করে
গাঁয়ের লোকেরা। তারপর
ছুটে যায় একসাথে লাঠি সোটা নিয়ে হাতে
নিস্তারিণী বাঁধে যেথা ঘর।
সে এক বিধবা বুড়ি বয়ঃক্রম চার কুড়ি
ছেলে তার মরদ জোয়ান
শহরে গতর খাটে সুখে দুখে দিন কাটে
ছেলে-বৌ বেচে মিশি পান।
সেদিন দুপুর বেলা ছোট নাতি করে খেলা
আর যারা, কেহ নাই ঘরে
সমস্বরে এই ফাঁকে ধরে ওরা বুড়িমাকে
টেনে হিঁচড়িয়ে বার করে।
সবে বলে 'মার মার' অন্ধ নির্বিচার
হিংসার বিষ নিঃশ্বাসে।
পাড়াপড়শি জড়ো হয় মুখে নাহি কথা কয়
কেহ আশঙ্কায়, কেহ ত্রাসে।
বলে বুড়ি, 'যাব মারা ছেড়ে দাও ও বাবারা !
কারও আমি ক্ষতি করি নাই ?'
অরণ্যে রোদন শেষে আলুথালু মুক্ত কেশে
হায় বুড়ি ভুমোতে লুটায় !
রয় সব নির্বিকার রক্তাক্ত দেহ তার
পড়ে থাকে নিস্পন্দ নিথর
মনুষ্যত্ব হীনতার নীরব রচনাকার
অভিশপ্ত বেলা দ্বিপ্রহর।
শুধু তার নাতি বলে ভাসি নয়নের জলে
'মুখ তুলে চাও, ও ঠাকুমা'
গলা অভিমান ভরা 'শোনাবি না তুই ছড়া
আমায় দিবিনা আর চুমা ?'

গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি–কেউ হতাহত হননি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদিঘী থারমাল প্ল্যান্টে ৫০০ মেগাওয়াট ইউনিটের ছাই অ্যাসপণ্ডে পাঠানোর জন্যে সাইলো পাইপ লাইন বসানোর কাজে নিযুক্ত ইণ্ডিও প্রাঃ লিঃ সংস্থা প্রায় ৯ মাস ধরে ওখানে কাজ করছে। গত ৫ নভেম্বর সন্ধ্যেয় একটি বোলারো গাড়িতে ড্রাইভারসহ ৭ জন রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসছিলেন। একটা মোটর সাইকেলে দুই আরোহী গাড়িটির পিছনে ধাওয়া করে যাত্রার শুরু থেকে। ড্রাইভার তা বুঝতে পেরে সাইট ইনচার্জ সলিল নন্দীকে জানান। এরপর পাঁচনপাড়া স্টপেজের কাছে মোটর সাইকেলটি ওভারটেক করে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটি গাড়ির বডি ভেদ করে সামনের সিটে বসে থাকা প্রোজেক্ট ম্যানেজার সৌমিত্র মৈত্রের ল্যাপটপে লাগে। কোনো হতাহতের খবর নেই। আততায়ীরা কেন গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি চালালো কেউ বুঝতে পারছেন না। সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী জঙ্গীপুরে ১২ নং ওয়ার্ডে পালিত হল। প্রয়াত নেত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক মহঃ সোহরাব, পার্টিনেতা হাসানুজ্জামান প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জঙ্গীপুরের কংগ্রেস নেতৃত্ব মোহন মাহাতো।

মন্টু এলা গঞ্জে .....(৩ পাতার পর)

বরজের বড়বাগানের মাঠে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় মন্টুর জামার কলার ও চুল ধরে হাজার হাজার লোকের সামনে বাস্টার্ড, ননসেন্স বলে গালাগাল দিলেন দুই এম.এল.এর উষ্কানীতে। মুখে মদের গন্ধ। যুবনেতাদের উদাসীনতার সুযোগে অসৎ সাম্প্রদায়িক জেলার মন্ত্রীরা পিষে দিল মন্টুদের। যে হেড মাষ্টারকে ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে কামাখ্যা হাজরার হাত ধরে মিনতী করে বাঁচিয়ে বাড়ি এনেছিল, যে সাংসদকে কাবিলপুরের বামনেতা জয়নালের লেঠেল বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হতে দেয়নি সেই মন্টুদেরকেই দলের নেতারাই তীব্র সাম্প্রদায়িক ঘৃণায় একত্রে কোণঠাসা করলো। কর্মীদেরকে ফেলে অনেকে অন্য মহকুমায় চাকরী নিয়ে নিল। মন্টু না গেল কোলকাতা না নিল চাকরী। দলই ছেড়ে দিল। কিছু প্রাইমারীতে চাকরী জোর করে আদায় করেছিল তার আগেই বোমাবাজীর ভয় দেখিয়ে। .(চলবে)

শ্মশানকালী .....(২ পাতার পর)

লাগাম ধরতে ব্যর্থ হয় বলে খবর। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বর্তমান কমিটি পরিষ্কারভাবে কোন হিসাবপত্র জনসাধারণের সামনে আনতে পারেনি। এই নিয়ে দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে একটা অশান্তি চলছেই। ৬ নভেম্বর মন্দির চত্বরে আসন্ন পুজোকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা প্রায় হাতাহাতিতে এসে পড়ে। শেষে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয় বলে জানা যায়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ(মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

রাজা মরেছে .....(২ পাতার পর)

বিরক্তি। সত্যিই চেরাপুঞ্জি থেকে এক-মুঠো মেঘও মেলে না গোবী সাহারার জন্য। বেশ কয়েকদিন ধরে ক্রিকেট সার্কাস আর তাকে কেন্দ্র করে স্বল্পবাসদের নৃত্য, মদের প্রস্তুতকারকদের অবাধ বিজ্ঞাপন, নায়ক-নায়িকাদের খেলার মাঠে নাচানাচি সবই সকলে দেখলেন, কেউ কেউ উত্তেজিত হলেন, কেউ বা গদগদ হলেন। কেউ কেউ ক্রিকেটের এই আধুনিকতম অধঃপতনে কতটা ক্রিকেটের উন্নতি হবে তা নিয়ে পূর্বোক্ত ২৪x৭ ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলা গণমাধ্যমে আপনার রায় দিয়ে গেলেন। দুর্ঘটনাবশতঃ এই সার্কাসের আগে বহু টাকা দিয়ে কেনা ক্রিকেটারদের ছাপিয়ে অনেক কম পয়সায় দেশীয় ক্রিকেটাররা বিভিন্ন দলে সাফল্য অর্জন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশীদের হাসি ম্লান করে দলের জয়ের কাণ্ডারী হয়েছেন আপাততঃ অবহেলিত দেশের যুবক ক্রিকেটাররা। ইউসুফ পাঠান কিংবা শিখর ধাওয়ানরা কেবলমাত্র দলেরই নয় বোধহয় কোটি টাকার বিদেশীদেরও লজ্জিত করেছেন। কারণ এই সার্কাস শুরুর আগে এদের নিয়ে কেউ কোনো ভাবনাই করেননি, এরা ছিলেন নিতান্ত ফালতু। অথচ দেশেল জাতীয় খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে অসংযম প্রকাশ করেছেন, বিদেশীরা নানা ওজর অজুহাত দেখিয়ে টাকার বাণ্ডিল পকেটে ভরে বাড়ী ফিরেছেন, আর রাত পোহালে দেশের এইসব সাহসী সফল তরুণদের আবারও অবজ্ঞা করতে ক্রিকেট প্রশাসকরা দ্বিধা করছেন না। দর্শকরা ছুটেছেন কিং খান কিংবা সুন্দরী চিত্রতারকার পিছনে, বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে বিদেশী অতিথিদের পেশাদার অভিনয়, আর যারা কাজের কাজ করেছেন তাদের জন্য লবডঙ্কা।

এরপরে ১১০ কোটির দেশে কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যর্থতা হলে তা নিয়ে আবারও ২৪x৭ এ চর্চা হবে। আমরা ড্রয়িং রুমে বসে তাদের সেই বিশেষ মতামত নিয়ে মত বিনিময় করবো। কেউ বা টেলিফোনে নিজের রায় জানাবেন। কিন্তু আবার সুযোগ পেলে কিং কান আর কিং খানের জয়গাথায় আমরা দিনযাপন করবো। রাজা মরেছে--তাই রাজা দীর্ঘজীবি হন।

(প্রকাশকাল ১৪১৫)

মির্জাপুর রাস্তা সংস্কার .....(২ পাতার পর)

এগিয়ে আসেনি বলে অভিযোগ। রাস্তা সংস্কারে সোনার বাংলা সিমেন্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন পর্যন্ত কিছু করেনি বলেও জানা যায়। অন্যদিকে জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিত মুখার্জীর তৎপরতায় মির্জাপুর গ্রামের ভেতর দিয়ে বোদপুর, তালাই হয়ে ঐ এলাকার ইটভাটা পর্যন্ত পিচ রাস্তা তৈরীর কাজ প্রায় শেষের দিকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক যোজনা খাতে এই কাজ চলছে বলে খবর।

দেশী মদের দাপট .....(২ পাতার পর)

রোজগেরে পুরুষেরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছে। আশপাশের ভদ্র পরিবারগুলো এই দূষণ থেকে মুক্তি পেতে নিজেদের মধ্যে জটলা চালালেও সংঘবদ্ধভাবে কেউ এর প্রতিবাদ করেন না। অন্যদিকে স্থানীয় মহাশ্মশানে প্রবেশের মুখে বাম দিকে সন্তু দাস ও শক্তি দাসের চায়ের দোকানে সব সময় চা ঢালাও মদ বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে কালী মন্দিরের দর্শনার্থী পুরুষ-মহিলা অস্বস্তিতে পড়ছেন। অনেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। মদের ঠেকে এলাকার অনেক সমাজবিরোধীও এসে জুটছে। জুয়োর আসরে এলাকার শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে। এর প্রতিকারে নবাগত মহকুমা পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।